বাংলাদেশ দলিত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠী অধিকার আন্দোলন (বিডিইআরএম)-এর

নবম জাতীয় কাউন্সিল

বাংলাদেশ দলিত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠী অধিকার আন্দোলন (বিডিইআরএম) এর নবম জাতীয় কাউন্সিল গত ১৫ ডিসেম্বর, ২০১৮ সিবিসিবি, আসাদ এভিনিউ-ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক সেলিনা হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজ সেবা অধিদপ্তরের প্রকল্প পরিচালক আব্দুর রাজ্জাক হাওলাদার, বিডিইআরএম এর সাবেক সভাপতি মুকুল রঞ্জন সিকদার, বিডিইআরএম এর উপদেষ্টা এবং নাগরিক উদ্যোগের প্রধান নির্বাহী জাকির হোসেন। ৩২টি জেলা থেকে আগত মোট ১৫৫ জন দলিত প্রতিনিধি জাতীয় সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

প্রধান অতিথি সেলিনা হোসেন বলেন দেশের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয় যা এসডিজি'র মূল স্লোগান 'কাউকে পেছনে ফেলে নয়' এ পরিস্কারভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। দলিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং কার্যক্রমে তাদের সম্পৃক্ত করার বিষয়টি বাংলাদেশ সরকারকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে। বাংলাদেশ সরকার দলিত শব্দটি ব্যবহারে ইতস্তবোধ করে যা তাদের অনগ্রসর জনগোষ্ঠী হিসেবে স্বীকৃতি দিতে চায় যা একটি পৃথক জাতিসত্ত্বা হিসেবে দলিত জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। তিনি দলিত জনগোষ্ঠীকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা এবং এবং তাদের জন্য একটি পৃথক ডাটাবেজ তৈরি করার অনুরোধ জানান। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহিত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি দলিত জনগোষ্ঠীর জনগোষ্ঠীর জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে কিভাবে অবদান রেখেছে এ বিষয়ে সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রকল্প পরিচালক আব্দুর রাজ্জাক হাওলাদার উপস্থিত সকলকে অবহিত করেন। বিডিইআরএম উপদেষ্টা এবং নাগরিক উদ্যোগ এর প্রধান নির্বাহী জাকির হোসেন সরকারের অঙ্গিকার রক্ষার্থে অনতিবিলম্বে বৈষম্য বিলোপ আইন পাশ করার দাবি জানান যাতে করে দলিত ও অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার সুরক্ষিত হয়।

সম্মেলনের কার্যকরী অধিবেশনে বিডিইআরএম এর সাধারণ সম্পাদক সংগঠনের বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। প্রতিবেদন উপস্থাপনা শেষে বিডিইআরএম ৩৫টি জেলা কমিটির প্রতিনিধিবৃন্দ উক্ত প্রতিবেদনের উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। প্রতিনিধিগণ বিগত এক বছরে বিডিইআরএম এর কার্যক্রম বাস্তবায়নে যেসকল সমস্যার সম্মুখিন হয়েছে সে সকল বিষয় উপস্থিত সকলের সামনে তুলে ধরেন ।

বিডিইআরএম এর বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক অনুমোদনের জন্য সংগঠনের নতুন কমিটির সদস্যগণের নাম প্রস্তাব করেন। প্রতিনিধিগণ আলোচনার মাধ্যমে আগামী ২ (দুই) বছরের জন্য বিডিইআরএম জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির ২১ জন সদস্য নির্বাচন করেন। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী কাউন্সিল সমাপ্তির অব্যবহিত পর নতুন জাতীয় কার্য-নির্বাহী কমিটি সভায় বসেন যেখানে মনি রাণী দাস কে নতুন কার্যনিবাহী কমিটির সভাপতি এবং উত্তম কুমার ভক্ত কে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচন করা হয়। সভায় কমিটির অন্যান্য সদস্যদের মধ্যেও দায়িত্ব বন্টন করা হয়। এখানে সদস্যগণের পদবীসহ নতুন জাতীয় কার্য-নির্বাহী কমিটির পূর্ণাঙ্গ তালিকা দেয়া হলো:

ক্রম	নাম	পদবী
০১.	মনি রানী দাস	সভাপতি
০২.	বিভূতোষ রায়	সহ-সভাপতি
০৩.	অনিমা রানী মন্ডল	সহ-সভাপতি
০৪.	উত্তম কুমার ভক্ত	সাধারণ সম্পাদক
০৫.	মনিন্দ্র বিশ্বাস	কোষাধ্যক্ষ
০৬.	বনানী বিশ্বাস	সহ.সাধারণ সম্পাদক
০৭.	রাজেন্দ্র কুমার দাস	সহ.সাধারণ সম্পাদক
০৮.	ভীমপাল্লী ডেভিড রাজু	সাংগঠনিক সম্পাদক
০৯.	কৈলাশ রবিদাস	সহ সাংগঠনিক সম্পাদক
১০.	এ্যাডঃ নারায়ণ চর্মকার	তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক
১১.	এ্যাডঃ বাবুল রবিদাস	আইন বিষয়ক সম্পাদক
১২.	সুব্রত কুমার মিস্ত্রী	প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক
১৩.	জয়ন্তী রানী দাস	নারী বিষয়ক সম্পাদক
১৪.	দিলিপ কুমার বাঁশফোর	সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক
১৫.	ব্রহ্ম নাথ ঠাকুর	পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক
১৬.	তামান্না সিং বাড়াইক	আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক
১৭.	স্বপন কুমার দে	শিক্ষা ও সাহিত্য বিষয়ক সম্পাদক
১৮.	শিপন কুমার রবিদাস	ছাত্র ও যুব বিষয়ক সম্পাদক
১৯.	সুনীল কুমার মৃধা	কার্যকরী সদস্য
২০.	কৃষ্ণা লালা	কার্যকরী সদস্য
২১	শোভা রানী বাড়ৈ	কার্যকরী সদস্য